তারিখ: 5 JUN 2017
পৃষ্ঠা: ৬ কলাম: ২

দৈনিক
ইত্তেফাক

মেডিক্যালে ভর্তিতে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিলে নম্বর কাটা যাবে

বিডিএস কোর্সের মেয়াদ ৫ বছর

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

মেডিক্যাল ও ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষায় মেধা তালিকা তৈরিতে নতুন নিয়ম চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এমবিবিএস ও বিডিএস ভর্তি পরীক্ষায় আগের বছরের এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের সর্বমোট নম্বর থেকে ৫ নম্বর কর্তন এবং আগের বছরে সরকারি কলেজে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে ৭ দশমিক ৫ নম্বর কর্তন করে মেধা তালিকা তৈরি করা হবে। ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে এ নিয়ম চালু হবে। আর বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির জন্য বিদেশি ছাত্র-ছাত্রীদের কোটা পূর্বের ন্যায় ৫০ ভাগ বহাল থাকবে। এছাড়া আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে বিডিএস-এর কোর্স পাঁচ বছর মেয়াদী হবে।

গতকাল শনিবার সচিবালয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আসন্ন ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে ভর্তি সংক্রান্ত সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় জানান হয়, মানিকগঞ্জ সরকারি মেডিক্যাল কলেজকে কর্নেল মালেক মেডিক্যাল কলেজ, মানিকগঞ্জ হিসাবে নতুন নামকরণের প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুমোদন দিয়েছেন।

সভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিহাসে গত শিক্ষাবর্ষের মেডিক্যাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। তিনি বলেন, মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষাকে বিতর্কিত করার জন্য অতীতে গুজব ছড়ান হতো। কিন্তু গত বছর জোরাল নজরদারি ও সর্বোচ্চ নিখুঁত প্রক্রিয়া অনুসরণ করায় কোনো বিতর্ক সৃষ্টির সুযোগ কেউ পায়নি। আগামীতেও এই মানকে অক্ষুণ্ন রাখতে এখন থেকেই প্রস্তুতির কাজ শুরু করা হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এই পদক্ষেপ এখন অন্যান্য পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কমিটি অনুসরণ করার আগ্রহ দেখাচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, পরীক্ষার মান সুষ্ঠু করার পাশাপাশি বেসরকারি কলেজগুলোর শিক্ষার মান বাড়াতে সরকারের কঠোর মনোভাব ও পদক্ষেপ অব্যাহত থাকবে এবং এ ক্ষেত্রে সহায়তা করার জন্য দেশের সুশীল সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান মন্ত্রী। বেসরকারি কলেজের শিক্ষার মান উন্নয়নে নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদার করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়ে এ কাজে ওভার সাইট কমিটির সদস্য শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, সুশীল ব্যক্তিত্বদের সম্পৃক্ত করার জন্যও তিনি পরামর্শ দেন।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী জাহিদ মালেক, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, বিএমএ সভাপতি ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, বিএসএমএমইউ'র উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ, বিসিপিএস সভাপতি অধ্যাপক ডা. কনক কান্তি বড়ুয়া, বিএমডিসি সভাপতি অধ্যাপক ডা. শহীদুল্লাহ, বিএমএ মহাসচিব ডা. ইহতেশামুল হক দুলাল, কলামিস্ট ও গবেষক সৈয়দ আবুল মাকসুদ, প্রথম আলো'র যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.................
তারিখ.................
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক অফিসার
পি.এ
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর